মহাপরিচালক বলেন, good governance বাস্তবায়নের নিমিত্তে শুদ্ধাচার কৌশলের প্রণয়ন করা হয়েছে। তিনি বলেন সরকারী কর্মচারীদের নৈতিকভাবে উন্নত হতে হবে। মৌলিক পরিবর্তন না আনতে পারলে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হবে না।

মহাপরিচালক বলেন হাইড্রোকার্বন ইউনিট মূলত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের টেকনিক্যাল উইং হিসেবে কাজ করে থাকে। তিনি টেকনিক্যালী হাইড্রোকার্বন ইউনিটের কার্য পরিধি বাড়ানো,অংশীজনদের সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ এবং সুপারিশ প্রণয়নের বিষয়ে সবাইকে সম্পৃক্ত হওযার আহবান জানান।

বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক জনাব এ.কে আজাদ, হাইড্রোকার্বন ইউনিট থেকে টেকনিক্যাল সাপোর্ট পাওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি হাইড্রোকার্বন ইউনিটকে সমসাময়িক টেকনিক্যাল বিষয়ে বিশেষ করে জ্বালানি নিরাপত্তা, বিকল্প জ্বালানি সংক্রান্ত বিষয়ে আরো বেশী বেশী সেমিনার আয়োজন করার ব্যাপারে মতপ্রকাশ করেন। তিনি পরিদপ্তরের জনবল স্বল্পতার বিষয়টি তুলে ধরে বলেন বর্তমানে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই standard level এর কর্মকর্তা/কর্মচারী নাই। প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক গ্যাস সংক্রান্ত বিভিন্ন দূর্ঘটনার তদন্ত কমিটির বিষয়টি তুলে ধরে বলেন, দূর্ঘটনার পর বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা থেকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় বিধায় তদন্ত রিপোর্টে ভিন্নতা দেখা যায়। হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মাধ্যমে সমন্বয় করে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করার ব্যাপারে মত প্রকাশ করেন। এছাড়াও দাপ্তরিক বিষয়ে কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার বিষয়ে সহযোগিতা পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

পেট্রোবাংলার প্রতিনিধি গ্যাস সেক্টরে উন্নয়নের বিষয়টি তুলে ধরে বলেন আমারা এলএনজি আমদানি করছি। অথচ এলএনজি সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের দক্ষ জনবল বা বিশেষজ্ঞ নেই। একারনে জ্ঞানের সম্প্রসারণ সম্ভবপর হচ্ছে না। তিনি জোর দিয়ে বলেন হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মাধ্যমে ট্রেনিং বা রিসোর্স ডেভলপমেন্ট এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এছাড়া এই সেক্টর থেকে অবসরপ্রাপ্ত দক্ষ বিশেষজ্ঞদের কাজে লাগানোর বিষয়টিও তুলে ধরেন।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট বিপিআই এর প্রতিনিধি বলেন তারা অতি সম্প্রতি জনবল নিয়োগ দিয়েছে। তাদের জনবল সংক্রান্ত ঘাটতি পূরণ হওয়ার কারনে যেকোন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সক্ষমতা রযেছে। প্রশিক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত বিশেষজ্ঞদের নিয়ে তারা প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে থাকেন। তিনি বলেন প্রস্তাব পেলে তারা LNG সংক্রান্ত বিষয়েও প্রশিক্ষণ conduct করতে পারবেন। হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সাথে তাদের সম্পৃক্ততার কথা তুলে ধরে বলেন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট (বিপিআই) ও হাইড্রোকার্বন ইউনিট কাধে কাধ মিলিয়ে কাজ করে। হাইড্রোকার্বন ইউনিট project অন্য যে কোন কার্যক্রম হাতে নিলে এর কার্যক্রম আরো গতিশীল হবে বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি Need assessment এর মাধ্যমে প্রতিটা দপ্তর/ সংস্থার চাহিদা Identity করা কথা বলেন। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট বিপিআই এর প্রতিনিধি সমন্বয়হীনতার কথা ব্যক্ত করে বলেন অনেক সময় কর্তপক্ষকে কে অবগত না করেই প্রতিনিধিরা Need assessment meeting যোগদান করে থাকেন প্রশিক্ষণার্থীর চাহিদা সমূহ প্রশিক্ষণ বিভাগের মূল্যায়ণের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। পরিশেষে বলেন সত্যিকারের মান উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষনার্থীকে সময় দিতে হবে।

বিএমডির প্রতিনিধি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের বিষয় সম্পর্কে মতপ্রকাশ করে বলেন বাইরের প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলে ৬০ ঘন্টা বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের আওতাভুক্ত হবে কিনা জানতে চান? মহাপরিচালক হাইড্রোকার্বন ইউনিট বলেন বাইরের ইন্সিটিটিউট থেকে করলে সচরাচর গন্য হয় না।

জিএসবির প্রতিনিধি জানান জিএসবি এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট। হাইড্রোকার্বন ইউনিট ও জিএসবি data dissemination করতে পারে। তিনি হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে জিএসবির গুরুত্বপূর্ণ রিসার্চ সংক্রান্ত বিষয়গুলো উপস্থাপন করার বিষয়ে মত প্রকাশ করেন।

মহাপরিচালক হাইড্রোকার্বন ইউনিট বলেন প্রতিটা দপ্তরের সাথে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সমন্বয়হীনতার সেতু হিসেবে হাইড্রোকার্বন ইউনিট কাজ করবে। প্রত্যেকের Need assessment মূল্যায়ণ করে হাইড্রোকার্বন ইউনিট জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের উপস্থাপন করবে।

সিদ্ধান্ত:

১. গ্যাস সংক্রান্ত বিভিন্ন দূর্ঘটনার তদন্ত করার নিমিত্তে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মাধ্যমে সমন্বয় করে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২. হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মাধ্যমে ট্রেনিং বা রিসোর্স ডেভলপমেন্ট এর ব্যবস্থা করা এবং এছাড়া এই সেক্টর থেকে অবসরপ্রাপ্ত দক্ষ বিশেষজ্ঞদের কাজে লাগানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩. প্রশিক্ষণার্থীর চাহিদা সমূহ প্রশিক্ষণ বিভাগের মূল্যায়ণের ভিত্তিতে Need assessment meeting এর মাধ্যমে নিরূপণ করে সমন্বয়হীনতা দূরীকরণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৪. হাইড্রোকার্বন ইউনিট ও জিএসবি কর্তৃক data dissemination এবং তিনি হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে জিএসবির গুরুত্বপূর্ণ রিসার্চ সংক্রান্ত বিষয়গুলো উপস্থাপন করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট বিপিআই এর প্রতিনিধি বলেন তারা অতি সম্প্রতি জনবল নিয়োগ দিয়েছে। তাদের জনবল সংক্রান্ত ঘাটতি পূরণ হওয়ার কারনে যেকোন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সক্ষমতা রযেছে। প্রশিক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত বিশেষজ্ঞদের নিয়ে তারা প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে থাকেন। তিনি বলেন প্রস্তাব পেলে তারা LNG সংক্রান্ত বিষয়েও প্রশিক্ষণ conduct করতে পারবেন।

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সাথে তাদের সম্পৃক্ততার কথা তুলে ধরে বলেন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট (বিপিআই) ও হাইড্রোকার্বন ইউনিট কাধে কাধ মিলিয়ে কাজ করে। হাইড্রোকার্বন ইউনিট project অন্য যে কোন কার্যক্রম হাতে নিলে এর কার্যক্রম আরো গতিশীল হবে বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি Need assessment এর মাধ্যমে প্রতিটা দপ্তর/ সংস্থার চাহিদা Identity করা কথা বলেন।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট বিপিআই এর প্রতিনিধি সমন্বয়হীনতার কথা ব্যক্ত করে বলেন অনেক সময় কর্তপক্ষকে কে অবগত না করেই প্রতিনিধিরা Need assessment meeting যোগদান করে থাকেন প্রশিক্ষণার্থীর চাহিদা সমূহ প্রশিক্ষণ বিভাগের মূল্যায়ণের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। পরিশেষে বলেন সত্যিকারের মান উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষনার্থীকে সময় দিতে হবে।

মহাপরিচালক হাইড্রোকার্বন ইউনিট বলেন প্রতিটা দপ্তরের সাথে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সমন্বয়হীনতার সেতু হিসেবে হাইড্রোকার্বন ইউনিট কাজ করবে। প্রত্যেকের Need assessment মূল্যায়ণ করে হাইড্রোকার্বন ইউনিট জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের উপস্থাপন করবে।

জিএসবির প্রতিনিধি জানান জিএসবি এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট। হাইড্রোকার্বন ইউনিট ও জিএসবি data dissemination করতে পারে। তিনি হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে জিএসবির গুরুত্বপূর্ণ রিসার্চ সংক্রান্ত বিষয়গুলো উপস্থাপন করার বিষয়ে মত প্রকাশ করেন।